জেলা ও দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রাম

করোনা ভাইরাস(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ রোধকল্পে আদালত প্রাঙ্গণ এবং এজলাস কক্ষে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি পালন সংক্রান্ত

-প্রতিবেদন-

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বিগত ৩০.০৭.২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৩ জে নং বিজ্ঞপ্তিমুলে জারীকৃত করোনা ভাইরাস(কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ রোধকল্পে আদালত প্রাঙ্গণ এবং এজলাস কক্ষে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রামে যথাযথভাবে প্রতিপালন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন নিম্নরুপঃ-

যেসব বিধিবিধানসমুহ যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছেঃ

১. এজলাস, সাক্ষীর ডক এবং কাঠগড়ার প্রয়োজনীয় অংশ গ্লাস দ্বারা পৃথক পৃথক প্রকোষ্ট এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কাজ পি.ডব্লিউডি এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে অত্র জজশীপের ৮০% আদালতে এতদসংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এ সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

২. জেলা ও দায়রা জজ আদালতে ভবনের প্রবেশপথে এবং প্রকাশ্যস্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেসিন স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বিচারপ্রার্থীসহ আদালতে আগত জনসাধারন তা ব্যবহার করছেন।

৩. বিচারক ও আইনজীবীগন সাদা শার্ট/সাদা শাড়ী/ সালোয়ার কামিজ ও সাদা নেকব্যান্ড/ কালো টাই পরে স্বতঃস্ফুর্তভাবে শুনানীতে অংশ নিচ্ছেন এবং শুনানী করছেন ।

৪. আদালত প্রাঙ্গনে ও এজলাসকক্ষে সবাই আবশ্যিকভাবে সার্বক্ষণিক মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করছেন।

৫. আদালত প্রাঙ্গণসহ সকল এজলাস অফিস, করিডোর জীবানুনাশক দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করানো হচ্ছে।

৬. আদালত প্রাঙ্গনে কোন নিয়মিত এবং ভ্রাম্যমান দোকান খোলা রাখা হয়নি।

৭. আদালত প্রাঙ্গনে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে সুরক্ষামুলক নির্দেশনাসমুহ ও স্বাস্থ্যবিধি প্রবেশপথসহ দৃশ্যমান স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যেসব বিধিবিধানসমুহ যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছেনা :

১. আদালতের কর্মচারী দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির শাররীক তাপমাত্রা থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত বুধ ও বৃহস্পতিবার এর তুলনায় আজ রবিবার জনসমাগম বেশী হওয়ায় ও বিচারপ্রার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি পালনে অনীহা, অসহযোগীতা এবং কর্মচারীদের স্বল্পতার কারণে যথাযথভাবে তা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছেনা।

২. এজলাসকক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ জনসমাগম এড়ানোর জন্য সেইমতে বিচারিক শুনানী কার্যক্রম এর সময়সূচি নির্ধারণের পরও বিচারপ্রার্থী ও তার আইনজীবীদের অনীহা ও অসহযোগীতার কারণে একটি মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এজলাস ত্যাগের পর আরেকটি মামলার শুনানী সম্ভব হচ্ছেনা। এতে মামলা শুনানীতে বিলম্বসহ এজলাসকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সময় ব্যয় হচ্ছে।

৩. মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের অনীহা ও অসহযোগীতার কারণে একটি মামলার শুনানীতে সর্বোচ্চ ০২ জন আইনজীবীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছেনা । এছাড়াও আদালতের বিভিন্ন শাখা ও অফিসের আয়তন ছোট হওয়ায় সেইসব স্থানে কমপক্ষে ০৬ ফুট দুরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছেনা।

৪. আদালতের জনসমাগমের সাধারণ স্থাণসমুহে সামাজিক দুরত্ব যথাযথভাবে বিচারপ্রার্থী ও তার আইনজীবীদের অনীহা ও অসহযোগীতার কারণে বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছেনা।

মন্তব্য:

আদালতের জনসমাগমের সাধারণ স্থাণসমুহে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা কোনমতে সম্ভব হচ্ছে না । ফলে ভবিষ্যতে করোনা আক্রান্তের মারাত্নক ঝুঁকিতে বিচারক, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারী,আইনজীবীসহ বিচার সংশ্লিষ্ট সকলেই। এছাড়াও আদালতপ্রাঙ্গণে ও এজলাসকক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ জনসমাগম এড়ানোর জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের অসহযোগীতার কারণে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপরও নয়। এই পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য আমি নিজে জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক মহোদয়ের সাথে আলোচনা করে যেসব বিধিবিধানসমুহ যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছেনা তার কারণ বর্ণনা করে বিচারক, আইনজীবী, আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারী, বিচারপ্রার্থী জনগণসহ বিচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকল ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার পরিজনদের সুরক্ষার স্বার্থে এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করার জন্য অনুরোধ করলে এবং তারা সর্বাত্নক সহযোগীতা করবেন মর্মে জানিয়েছেন। ঈদ পরবর্তী জনসমাগম কম হওয়ায় বর্তমান ও আগামী সপ্তাহ সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক পরবর্তীপদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য একটি সমন্বিত ফলোআপ সভারও আহবান করা হয়েছে।

স্বা/-
মোঃ ইসমাইল হোসেন
জেলা ও দায়রা জজ
চট্টগ্রাম।